গল্প - মৎস্য কন্যা

(রোহিত নস্কর)

একদা হাবিরপুর নামে একটি ছোটে গ্রাম ছিলো। রহমান সুলতান নামে একজন সত জেলে সপরিবারে বসবাস করতো। জেলের মনে ভীষন কষ্ট কারণ সে তার বউ-বাচ্ছাকে দিনে এক মুঠো ভাত ঠিকঠাক দিতে পারে না । জেলে প্রতিদিনই যেত মাছ ধরতে নদীতে কিন্তু তার জালে একটি মাছ পড়তো না। আসলে নদীর পাড়ে কটাই বা মাছ থাকে আর যা আছে তা আর জেলের ওই ছেড়া জালে পড়ে না। মাঝে নদীতে জাল না টানলে মাছ পাওয়া যায় কিন্তু মাঝে নদীতে কেউ কখনো মাছ ধরতে যায় না কারণ ওখানে নাকি অপদেবতারা বাস করে। যে যে ওখানে গিয়েছে সে আর কখনো ফেরত আসেনি। জেলে বউ ও জেলে মত ভীষন ভাল। তিনি জেলের কষ্ট দেখে তাকে বলেন আল্লা তাহাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন, দেখো একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

একদিন জেলে ঠিক করলো যে সে মাঝে নদীতে যাবে তাতে তার যাইহোক না কেন? আর এই সকল কথা মিথ্যা মাঝে নদীতে আসলে কিছুই নেই। কিছু মানুষ নিজে স্বার্থে এই রকম মিথ্যা কথা রটিয়েছে আর যদি সত্যি ওনারা থাকেন থাকবে আমার কি? এভাবে বাচঁার চেয়ে মরনই অনেক ভাল। পরিবারে কাউকে না জানিয়ে সে তার ভাঙা নৌকাটা নিজে হাতে ঠিক করে তিন দিন ধরে গোপনে। পাছে তার বউ যদি জানতে আর প্রশ্ন করে নৌকো কেনো ঠিক করছে সে ?এই প্রশ্নের কি উওর দেবে সে? যাইহোক জেলে তিনদিন পর রাতের বেলায় নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মাছ ধরতে কাউকে কিছু না জানিয়ে। নৌকা বেয়ে মাঝে নদীতে চলে আসে সে। এরপর সে নৌকার চারপাশে জাল ফেলতে থাকে কিন্তু একটি মাছ ও ধরা দেয় না তার জালে। বহুবার চেষ্টার পর ও কোনো মাছ যখন একটা না ওঠে তখন জেলে জাল তুলে নৌকোর উপর শুয়ে পড়ে কান্ত হয়ে আর শুয়ে শুয়ে বলতে থাকে এ আল্লা তুমি আমাকে তুলে নাও এভাবে আর বাঁচতে পাচ্ছি না। জেলে এই ভাবে আল্লার কাছে অনুরোধ করছে আর কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে সে। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে যায় জেলে হঠাৎ সে দেখতে পায় এক ঝাঁক রুপালি মাছ দল বদ্ধভাবে ঘুরে বেড়াছে। জেলে তাড়াতাড়ি উঠে তার জাল ফেলে ওই ঝাঁকের উপর। এরপর জাল টেনে উপরে নৌকোয় তুলতেই জেলে দেখে ভীষন খুশি কারণ এক সাথে এত মাছ যে এর আগে কখন দেখে নি সে। জেলে বলতে থাকে আল্লা আপনি এই গরিবের দিকে চেয়েছেন। জেলে আনন্দের সীমা নেই সে যেন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে আর এই মাছগুলি জেলে কাছে গুপ্তধনের মত বটে। সে মনে করে এই মাছগুলি বিক্রি বেশ কয়েকদিন আরামে চলে যাবে। এইরকম নানান চিন্তা করছে হঠাৎ তার কানে এল কে যেন এই মাছ নদীতে কাঁদছে? জেলে মনে মনে বলতে লাগলো ধুস এত মাছ দেখে আমার মাথা কাজ করছে না। তা না হলে এখানে কে কাঁদবে। জেলে আবার সেই করুন সুরে কান্না শব্দ কানে এলো তবে এবার খুব কাছে থেকে কিন্তু কে???বলতে বলতে গলা ধরে যায় তার। জেলে ভয় পেয়ে যায় তার মাথায় আসে এ ওনারা না তো? জেলে ভয়ে সুরে বলে ওঠে কে কে কাঁদে? জেলে কথা শুনে জলে মধ্যে দিয়ে আওয়াজ আমি.....আমি গো জেলে ভাই। জেলে জলে দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে আরে এতো মৎস্য কন্যা। জেলে তাকে বললে কি হয়েছে গো তোমার কাঁদছো কেন বোন। মৎস্য কন্যা বললো কাঁদবো না তো কি করবো জেলে ভাই তুমি তোমার সন্তানের যদি কোনো ক্ষতি হয় তুমি কাঁদবে না বলো। জেলে বললো তোমার সন্তানের কি হয়েছে? মৎস্য কন্যা বললো আমার সকল সন্তানেরা তোমার ওই জালে মধ্যে দয়া করে তুমি ওদের ছেড়ে দাও তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো জেলে ভাই। এই কথা শুনে জেলের ভীষন দয়া হলো মৎস্য কন্যার উপর আর সে মৎস্য কন্যার সমস্ত সন্তানদের ছেড়ে দেয়। জেলে মৎস্য কন্যাকে বললো আমার ঠিকি তবে তোমার সন্তানদের আমি বিক্রি করতে পারবো না তা হলে যে আল্লা তাকে কোনো দিন ক্ষমা করবে না। জেলের সত্যতা দেখে মৎস্য কন্যা বললো জেলে ভাই তুমি ভীষন ভাল আর সত । তুমি আমার সন্তানদের জীবন ফেরত দিয়েছো তাই তোমাকে কিছু দিতে চাই আমি বলে মৎস্য কন্যা জলে ডুব মেরে

দুটি পিতলের কলসি এনে জেলেকে দেয়। তারপর মৎস্য কন্যা জেলেকে বললো জেলে ভাই এবার আমি আসি ভোরে আলো এবার ফুটে এলো যে। এরপর আমি আর জলের উপর থাকতে পারবো না। আমি এখন আসি। মৎস্য কন্যা বিদায় জানিয়ে চলে যাওয়ার পর ভোরের আলো ফুঁটে যায়।তখন জেলে কলসি দুটো দিকে তাকিয়ে দেখে একটিতে মোহর অপরটিতে হিরে-জহরে ভরা । তারপর জেলে বাড়ি এসে সব কথা তার বউকে বললো এবং তারা রাতারাতি বড় বাড়ি-ঘর তৈরি করে ফেলে জেলে। জেলে এখন আর মাছ ধরে না সে নিজে এখন জাহাজ কিনেছে ওতে করে বিভিন্ন সবজি এক রাজ্য থেকে অন্য আর এক রাজ্যে রপ্তানি করে। বেশ সুখে দিন কাটছে তার ও তার পরিবারের। তবে রহমান জেলে এই পরিবর্তন মেনে নিতে পারেনি তার বন্ধু আব্দুল মোল্লা। আব্দুল ঠিক করলো রহমানের থেকে জানবে কি করে সে বড়লোক হলো। যদি না বলে তাহলে ওকে মেরে সব কেড়ে নেবো। আব্দুল রহমানের কাছ থেকে ছলনা করে সব জেনে নেয় আর রহমান বোকা ও সাধাসিধে তাই সব কথা বন্ধুকে বিশ্বাস করে বলে দেয়। এই কথা গুলি আব্দুল দের করলো না ওই রাতে একটি বড় নৌকো আর জাল নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে আর মনে মনে ভাবতে থাকে ওই মৎস্য কন্যা কাছে না জানি ওই রকম কত কলসি আছে আর আমার সব কটা কলসি চাই তাই তো বড় নৌকো এনেছি। এই ভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে করতে সে মাঝ নদীতে পৌছায়। সে ঠিক করে এই রাতে সে আর ঘুমাবে না। যদি ঘুম ঠিক সময় মত না ভাঙে। সারা রাত সে জেগে বসে থাকে আর অপেক্ষা করে মাছের ঝাঁকে জন্য। প্রায় শেষ রাতে দিকে আব্দুল জেলে দেখতে পায় মাছের ঝাঁক আর সে একটু দেরি না করে তার জাল মাছে ঝাঁকে উপর ফেলে দেয়। সমস্ত মাছের ঝাঁক জালে ধরা পড়ে। এর কিছুক্ষন পর আব্দুল ও শুনতে পায় মৎস্য কন্যার কান্নার শব্দ আর আব্দুল দেখতে পায় রহমানের বলা ওই মৎস্য কন্যাকে দেখতে অপরুপ সুন্দরী।যার অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক মাছ। যাইহোক আব্দুল ও রহমানের ভঙ্গিতে প্রথমে জিজ্ঞাসা করে মৎস্য কন্যার সব শোনে আব্দুল। এরপর আব্দুল জেলে মৎস্য কন্যাকে বলে যে সে তার বাচ্ছাদের ছেড়ে দেবে কিন্তু তাকে কুড়ি কলসি মোহর আর কুড়ি কলসি হিরে দিতে হবে তাহলে সে তার বাচ্ছাদের ছেড়ে দেবে তানা হলে ছাড়বে না। এই কথা শুনে মৎস্য কন্যার আর বুঝতে বাকি থাকলো না কিছু সে মনে মনে ঠিক করে এই লোভী জেলেকে শাস্তি দিতেই হবে তাই সে মাথা ঠান্ডা রেখে বলে যে সে একা এত কলসি অনবে কি করে যদি বাচ্ছাদের ছেড়ে দেয় ওরা ও এনতে সাহায্য করবে আর তোমার বিশ্বাস না হলে তুমি ও যেতে পারো আমাদের সাথে। এই কথা গুলি শোনা মাত্র জেলে ওদের ছেড়ে নিজে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কলসি অনতে আর মৎস্য কন্যা জেলে আব্দুলকে জলে নিচে নিয়ে চলে যায় আর কখনো আব্দুল জলে উপরে আসতে পারেনি সে। এইভাবে লোভেই হারালো আব্দুলের জীবনটা।

(সকল প্রানীর সেরা হল মানব জাতি । আবার সকলে প্রানীর চেয়ে লোভী ও মানব জাতি। এই কারনে এত ঝগড়া-মারামারি। সবচেয়ে বড় উদাহরন এই গল্পের আব্দুল জেলে। যে রহমান জেলে মত বড়লোক হওয়ার জন্য যে অসত পথ অবলম্বন করেছিলো এটাই লোভ। যদি আমরা ও অপরকে দেখে হিংসা করে অসত পথ অবলম্বন করি তা হলে আমাদের আব্দুল জেলে মত দশা হবে এটা সত্যি)